R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই কার্তিক, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১লা নভেম্বর, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ভেসে গিয়ে ও চুরি হয়ে মহকুমা হাসপাতালের ক্ষতি ২৮ লাখ
নির্লিপ্ত এস ডি এম ও বললেন করার কিছুই ছিল না

বিশেষ প্রতিবেদক : সাম্প্রতিক বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে জল ঢুকে ভেসে গিয়ে ও চুরি হয়ে ২৮ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এস ডি এম ও ডাঃ তপন মন্ডল বলেন, 'আগাম সতর্কবার্তা না পাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। হঠাৎ করে প্রচুর জল ঢুকে পড়ায় হাসপাতালের অফিস, ষ্টোররুম, অপারেশন থিয়েটার, এক্সরে রুমসহ সমস্ত বিভাগ বন্ধ করা হলেও সব ওয়ার্ডই খোলা ছিল। সেখান থেকে বহু ম্যাট্রেস, বালিশ, চাদর, প্লাসটিক বালতি, বেড প্যান প্রভৃতি সামগ্রী ভেসে গেছে। নীচের তলাতে মেল ওয়ার্ডের কাছে বিরাট দেওয়াল ভেঙ্গে বন্যার আগে থেকেই কাজ হচ্ছিল। সেখান দিয়েও ওয়ার্ডের প্রচুর সামগ্রী ভেসে গেছে। এছাড়া ওয়ার্ডের রোগীদের লকার, টুল, বারান্দায় থাকা ফাঁকা আলমারী চুরি হয়ে গেছে। এছাড়া বন্যার পর ষ্টোরে ভিজে যাওয়া প্রচুর এক্স-রে ফিল্ম রোদে শুকানোর সময় সে সবও চুরি হয়ে গেছে। তবে আশংকা করেছিলাম খোলা ওয়ার্ডের ফ্যানগুলি চুরি হয়ে যাবে। তা হয়নি। ফাঁকা ওয়ার্ড-গুলিতে তালা দেবার মতো আমার ষ্টকে তালা ছিল না।' চুরি যাওয়া জিনিষপত্রের ব্যাপারে নির্লিপ্ত সুপার ডাঃ মন্ডলের থানায় গতানুগতিক ডাইরি করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না বলে জানান। এছাড়া নষ্ট হয়ে গেছে হাসপাতালের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সিপিএম-কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ
অর্জুনপুরের জনজীবন বিপন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর এলাকায় দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের অশান্তিতে খুন, বোমাবাজি, লুঠতরাজ চলছেই। এর ফলে গ্রাম এলাকার মানুষের জীবন সংশয় হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীরাও দোকান-বাজার বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ অক্টোবর অর্জুনপুর বাজারে জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হক, পুলিশ প্রশাসন নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি এলাকায় শান্তির উদ্দেশ্যে এক সভা ডাকে। সেখানে বোমা নিক্ষেপ, পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ, সমাজ বিরোধীদের জামিন নেওয়া, থানায় দালালি করা ইত্যাদি যাতে না হয় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়। সভায় উপস্থিত সকলেই এই সব কার্যকলাপ বন্ধে মত প্রকাশ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়—সিপিএমের অর্জুনপুর ব্রাঞ্চ কমিটির সম্পাদক ও লোকাল কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম গত ৯ আগষ্ট হত্যার পর সেখানকার অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। পুলিশ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কংগ্রেসের মনিরুল সেখসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে পুলিশ অর্জুনপুর বটতলা থেকে সিপিএমের আজাদ সেখসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। আজাদের বাড়ী তল্লাসী করে ৪টি পাইপগান, ৪টি কার্তুজ ও বোমার সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এরপর গত ১২ অক্টোবর অর্জুনপুরের কাছে সাঁকোপাড়া হল্ট ষ্টেশন থেকে কংগ্রেসের মাইনুল সেখকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বন্যা ও অতি বৃষ্টিতে গৃহহারা বহু
পরিবার আজও ত্রাণ থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বন্যা ও অতি বৃষ্টিতে সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া গ্রামের গৃহহীন পার্বতী কিস্কু, গণেশ হেমব্রমের পরিবারের ভাগ্যে আজও কোন ত্রাণ জোটেনি। তেমনি নয়াপাড়ার আদি-বাসী বৃদ্ধ হাঁসদা, অতি বৃদ্ধা সুখী টুডু দিনের পর দিন এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করেও কোন খাবারের সন্ধান করতে পারেননি। ছোট ছোট (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক স্কুল বাড়ীর ছাদে
পুরকর্মীর জলের ট্যাঙ্কি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও পুরকর্মী দিলীপ সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকজন পুরবাসী এক গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের অভিযোগ, পুরপতির ওয়ার্ডেই দিলীপ তাঁর বাড়ীর বিশাল জল ট্যাঙ্ক নিজের ছাদে না করে ছাদের লোড কমাতে পার্শ্ববর্তী ভিক্টোরিয়া প্রাথমিক স্কুলের ছাদে সেটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া
হলো সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা : গিয়াসউদ্দিন গোষ্ঠীর ডাকা গত ২৭ অক্টোবরের অনাস্থা সভায় সিপিএম হেরে গেল। ১৭ জন সদস্য বিশিষ্ট রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ জন গিয়াসপন্থী, উপপ্রধান সমীর সিংহ রায়সহ মাত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই কার্তিক বুধবার, ১৪০৭ সাল।

"……ওল্ড অর্ডার চেঞ্জথ্…."

আমাদের এই নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুই থাকিবেন। তিনি নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন, উপমুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত। মহাকরণ সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী ৬ নভেম্বর বিকালে বুদ্ধদেববাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লইবেন অথবা তৎপূর্বেও হইতে পারে। তবে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কবে কর্মভার ত্যাগ করিতেছেন, তাহার উপরই সব কিছু নির্ভর করিবে। যতদূর জানা যায়, জ্যোতি বসু ওইদিনই অবসর গ্রহণ করিবেন।

জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগের কথা বেশ কিছুদিন হইতে বহুভাবে প্রচারিত হইতেছিল। তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে; তিনি তেমন কর্মক্ষম নহেন; কাজের চাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না ইত্যাদি কথা দীর্ঘদিন হইতে অনেকেই শুনিয়াছেন। তিরুবনন্তপুরমে সিপিএম-এর বিশেষ সম্মেলনে জ্যোতি বসুর পদত্যাগের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, রাজ্যস্তরে সিপিএম নেতাদের বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। সংবাদে জানা যায় যে, সিপিএম-এর রাজ্যকমিটির পক্ষ হইতে কোনও ঘোষণার অপেক্ষা না করিয়া জ্যোতি বসু নিজেই সরিয়া যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ মাধ্যমকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন, তাহাও ঘোষণা করিয়াছেন। পার্টির তরুণ নেতাদের চাপে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়িতেছেন, কেহ কেহ ইহা ভাবিলেও প্রকৃত তথ্য যে কী, তাহা আমাদের অজানা। জ্যোতি বসুর পদত্যাগের ঘোষণায় বামফ্রন্টের কোনও কোনও শরিকদল যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহাদের বক্তব্য এই যে, যেহেতু জ্যোতি বসু বামফ্রন্টেরও নেতা, তাই তাঁহার পদত্যাগের বিষয়টি বামফ্রন্টের বৈঠকে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য সর্বশেষ পরিস্থিতি এই যে, শরিক দলগুলি জ্যোতি বসুর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছে।

খবরে জানা যায় যে, সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার ব্যাপারে হতচকিত হইয়াছিলেন। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে অতঃপর তাঁহার প্রভাব খর্ব হইবে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা না গেলেও তিনি অনেক বিষয়ে জ্যোতি বসুর মতামতের উপর নির্ভর করিতেন। সুরজিৎ ঘোষণা করিয়াছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী না থাকিলেও জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সিপিএম-এর মুখ্যনেতা রহিবেন; কেহই তাঁহাকে সেখান হইতে সরাইতে পারিবেন না। ইহাতে অনেকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, রাজ্যস্তরে সিপিএম-এর অনেক নেতাই জ্যোতি বসুর আধিপত্য মানিতে নারাজ। অতঃপর পরিস্থিতি কী দাঁড়াইবে, তাহা ভবিষ্যতের বিষয়।

জ্যোতি বসু একটানা তেইশ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া একটা রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য তাঁহার পর মুখ্যমন্ত্রী হইয়া কেমনভাবে জমানা আরম্ভ করিবেন, তাহা পূর্ব হইতে বলা যাইবে না। তবে একজনের প্রস্থান ও অপরজনের আবির্ভাব—দুই-ই বরণীয়। এখন নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের হাল-হকিকৎ কী করিতে পারেন, তাহাই দেখার।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জলনিকাশী গর্তে প্রাচীর দিয়ে মাছ চাষ চলছে প্রসঙ্গে

আপনার গত ১৩ সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় 'জলনিকাশী গর্তে প্রাচীর দিয়ে মাছ চাষ চলছে" শিরোণামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পূর্ণ অসত্য। জগন্নাথ দাসের বাড়ী থেকে অবনী সেনের বাড়ী অবধি প্রশস্ত গর্ত জঙ্গীপুর মৌজার ১১৭৬নং দাগ এবং ভূমি সংস্কার বিভাগের রেকর্ডে 'ডোবা' বলে রেকর্ড আছে। জলনিকাশী গর্ত বলে কোন রেকর্ড নাই বা উক্ত ডোবা থেকে জল-নিকাশের ব্যবস্থা কোন দিনই ছিল না, আজো নাই। উক্ত ১১৭৬ নং দাগ মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর ৩৯ শতক ডোবা ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর নিকট থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করছেন এবং জীবিকার প্রয়োজনে নিজেদের বন্দোবস্ত জায়গা মাছ চাষ করছেন। কেউ কেউ গর্ত ভরাট করে ঘরবাড়ী নির্মাণ করে আবহকাল থেকে ভোগ দখল করছেন এবং তাহাদের নামে আর এস এবং এল আর রেকর্ড হয়েছে।

জঙ্গিপুর তারকনাথ পাল

দল-ক্ষমতা-মানুষ

—হরিলাল দাস

জাতীয় দলের স্বীকৃতি বাতিল প্রসঙ্গে কমরেড সুরজিৎ বলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের উচিত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা। আমরাও একমত। কিন্তু, কেন এমন বলতে হচ্ছে একটি অধিকার পাবার জন্যে?

এখন সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য নির্বাচনে জেতা—সে যে-করেই হোক। ফলে ক্ষমতা দখলের জন্যে, ব্যক্তি স্বার্থে নানা দল-উপদল-গোষ্ঠী। এ-বেলা ও-বেলা দল পরিবর্তন, নাম বদল, আর প্রভীক পেতে আবেদন। দেশ গড়ার কর্মসূচী কোনও দলেই নেই কার্যকর।

বলা হয়, আমাদের বিশাল গণতন্ত্রে সমানাধিকার, রাষ্ট্রপতিরও এক ভোট, আপনারও। ব্যস। ভোট দেবার অধিকারের সাম্যটুকু কাজে লাগিয়ে দিন দিন মানুষের অসাম্য বেড়েছে, বাড়ানো হচ্ছে বঞ্চনা শোষণ। অগণিত জনসাধারণ বঞ্চনার বলি।

দেশের এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট মতাদর্শ প্রসার লাভ করল না। কেন? কয়েকটি রাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল শাসন ক্ষমতায় এলেন এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই লড়াই করলেন। আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট আদর্শের তফাৎ কতখানি তা মানুষকে বোঝানো হল না।

সংসদীয় গণতন্ত্রের কুফল ছড়িয়ে পড়ল—মানুষ নির্বাচন করতে নয়, ভোট বিনিময় করতে শিখল; কাকে ভোট দিলে তার ঝুলি ভরবে—এই ভাবনা।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও নাগরিকদের চাকরির অধিকার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার নয়। এটা অর্জনের লক্ষ্যে কোনও আন্দোলনও সংগঠিত করা হয় কি। গণশিক্ষার অধিকারও সমপর্যায়ে।

তাই, যিনি বলছেন—সব পাইয়ে দেবেন, লাল বাড়িটার দখল পাওয়া মাত্র, তাঁর কথায় মানুষ আশান্বিত। অথচ সঠিক রাজনীতির প্রসার ঘটাতে পারলে মানুষকে এত সহজে ভুলানো যেত না।

বানভাসি মানুষদের সেবায় আরএসএস

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সাম্প্রতিক বন্যার পর জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২, সুতী-১, সামসেরগঞ্জ ছাড়াও নবগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা কবলিত মানুষদের মধ্যে চাল, বিস্কুট, আমুল দুধ, ওষুধপত্র, ব্লিচিং, জিয়োলিন, ত্রিপল ও বেশ কিছু নতুন বস্ত্র বিলি করেন আর এস এস কর্মীরা। এখনও তাদের সেবাকাজ অব্যাহতভাবে চলছে।

গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য দামে সার বিক্রী নিয়ে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে গত ১৮ অক্টোবর জেলা পাইকারী সার ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক সভা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা শাসক, জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক ও মহকুমার কৃষি আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাইকারী সার ব্যবসায়ীরা গ্রামের খুচরো বিক্রেতাদের মধ্যে যাতে নির্দিষ্ট দামে রাসায়নিক সার সরবরাহ করেন ও ঐ সব বিক্রেতারা যাতে চাষীদের ন্যায্য মূল্যে সার দেন তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানান জেলা প্রশাসন। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সার নিয়ে যেন কালোবাজারী না হয়।

বন্যায় সৎসঙ্গে ধাপ্পাবাজি

মুর্শিদাবাদে রঘুনাথগঞ্জ প্রতাপপুর সৎসঙ্গ মন্দিরের শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বিগ্রহ আসনচ্যুত হওয়ায় বন্যার পর পুনরায় বিগ্রহ স্থাপনের জন্য স্থানীয় শ্রীনবকুমার মন্ডল ওরফে নবদা দেওঘর ঠাকুরবাড়ী যান। গত ইং ৯/১০/২০০০ তারিখ সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর মন্দিরের জ্যোতিদা ও সত্যেন সিংহ নবদার হইয়া বর্তমান আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর বিগ্রহ মন্দিরে পুনরায় স্থাপনের বিধান প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রী আচার্য্যদেব বিধান দেওয়ায় নিচু জমি বিক্রয় করিয়া উঁচু জমি মন্দিরের জন্য ক্রয় করিতে বলেন। তারপর নবদা ও সত্যেন সিংহ শ্রীশ্রী বাবাই বাবুকে প্রণাম নিবেদন করার সময় নবদাকে বলেন, আপনি তো গ্যারেজ করেছেন, পারেন তো জায়গা কিনে নিয়ে ভালো করে গ্যারেজ করুন, আর মন্দিরের জন্য উঁচু জায়গা খরিদ করুন। উত্তরে নবদা বলেন, একটা ছোট গাড়ীতে অতো বড় জায়গাটা গ্যারেজ হয় না। তা ছাড়া আপনি বললেই বাহির করিয়া লইব। এটা একটা সূচনামাত্র। বাড়ী ফিরে নবদা পুনরায় আদেশমত ঠাকুর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার ব্যবস্থা করেন। গত ২৬/১০/২০০০ তারিখে কয়েকজন গুরুভাই মন্দিরে বসিয়া মন্দিরের উন্নতি ও বিক্রয়ের কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় জ্যোতিদা ও সত্যেন সিংহসহ আরও এক ব্যক্তি ঠাকুর প্রণাম করেই নবদাকে বলেন, চলুন দাদা বাথরুম করে আসি আপনার বাড়ী থেকে। বাড়ীতে এসে বসে (বাথরুম না করে) বলেন, শ্রীশ্রী বাবাই বাবু আমাদের হাতে চাবি দিতে বলেছেন, আমরা সুশীল মাল ও সুব্রতর হাতে চাবি দিয়া যাবো, (বাবাই বাবুরই কথা)। এতে নবদার সন্দেহ হয়, কারণ ওদের নিকট একটা চাবি আছে। তাহা আচার্য্য দেবকে দুই ব্যক্তি জানিয়েছেন। তারপর সুশীল মাল বর্ণে শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। এবং সুব্রতর নামে বধূ হত্যার কেসও চলিতেছে। সৎসঙ্গের বিধান অনুযায়ী এই দুই ব্যক্তি সঠিক সৎসঙ্গী নয়। আরও নবদাকে মন্দির থেকে, বাথরুম করার অজুহাতে ডেকে নিয়ে আসাতে, নবদা বলেন, ঠাকুর জগতে এইরূপ ধাপ্পা দিয়ে কোনদিনই কিছু চাইবে না। নিশ্চয়ই এটা একটা কঠিন ষড়যন্ত্র। মন্দিরের চাবি আমি ঠাকুর বাড়ী গিয়েই জমা দিব। সুশীল মাল ও সুব্রত আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের জন্য এক টাকাও অর্ঘ্য দেন নাই। শুধু কৌশল অবলম্বন করেই যাচ্ছেন। এই মন্দিরের জন্য সবচেয়ে বেশী দান নবদার। এবং এককালীন বেশ কিছু অর্থ দিতেও রাজি আছেন মন্দির স্থাপনের জন্য। তখন জ্যোতিদা ও সত্যেন সিংহ নবদাকে ভালো হবে না বলে ভয় দেখিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার অনেকেই সাক্ষী আছেন।

(জনৈক ভক্ত কর্তৃক প্রচারিত) [বিজ্ঞাপন]

N. I. T. No.-1 of 2000-2001
Dated 23-10-2000, Raghunathganj

NOTICE

Jangipur Regulated Market Committee

P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad

	Name of the work	Tender Amount
1.	Sinking of 15 (fifteen) Nos. D. W. P. fitted (80 mm × 40 mm) Tube-well (within 60 m. depth) for drinking water under Jangipur Regulated Market Committee during 1999-2000.	Rs. 2,27,490-00

Application for Tender papers accompanied by uptodate attested I. T./S. T./ P. T. clearance and credentials certificates to be submitted to the Secretary, Jangipur Regulated Market Committee, Raghunathganj within 3-00 p. m. upto 3/11/2000. Earnest money to be deposited in favour of Secretary, Jangipur Regulated Market Committee by Bank Draft only.

Date of issue of tender paper on 6/11/2000 upto 3-00 p. m. Date & time of receipt of tender papers upto 1-00 p. m. on 8/11/2000. Date & time of opening tender at 1-30 p. m. on 8/11/2000.

Tender papers will be issued after verification of I. T./S. T./P. T. and credentials certificates.

The undersigned reserves the right to accept or reject the tenders without assigning any reason thereof. For details please contact the above office.

Sd/
Secretary
Jangipur Regulated Market Committee

Memo No. 139/Adv./JRMC Date 25/10/2000

তৃণমূলের হামলা দফরপুরে—অভিযোগ সিপিএমের

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ অক্টোবর সিপিএমের রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য ও দফরপুর-১ শাখার সম্পাদক বুলবুল ইসলামকে তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরা খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি চালায় বলে সিপিএমের অভিযোগ। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বুলবুল এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেছেন। বুলবুলকে আক্রমণের চেষ্টার পরদিন সুজাপুর মোড়ে এক প্রতিবাদ সভায় সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, উদয় ঘোষ, প্রাণবন্ধু মাল প্রমুখ বক্তব্যে তৃণমূলের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হ'বার আহ্বান জানান।

বহু পরিবার ত্রাণ থেকে বঞ্চিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক পরিবারই অনাহারে ধুকছে। এমনকি অতি বৃষ্টিতে ঘর চাপা পড়ে হরিরামপুরের আদিবাসী ইসমল বেসরা গত ২২ সেপ্টেম্বর মারা গেলেও তাঁর পরিবারের লোকেরা আজও ত্রাণ থেকে বঞ্চিত।

হাতছাড়া হলো সিপিএমের (১ম পৃষ্ঠার পর)

৩ জন সদস্য সিপিএমে রয়ে গেলেন। ঐ ১৪ জন সদস্য সিপিএম দলের প্রতীকে নির্বাচিত হলেও বর্তমানে তারা দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নির্দল পরিচয়ে বোর্ড গঠন করবেন। বোর্ডে উপপ্রধান পূর্ব ঘোষণা মতো বীরেন হালদারকেই করা হবে। তাই বর্তমানে মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দলদের দখলে থাকল। ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়ার ব্যাপারে সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন, মিঠিপুর ছাড়া অন্য কোন পঞ্চায়েতের দখল নেওয়া গিয়াসপন্থীদের ক্ষমতা হবে না। কারণ গিয়াসের রাজনীতি কেবল মিঠিপুর কেন্দ্রীক। অন্যান্য পঞ্চায়েতে দু'-একজন এদিক ওদিক হলেও পঞ্চায়েত বোর্ডের কোন হেরফের হবে না। এদিকে গিয়াসপন্থীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি সদস্য সমর্থকদের মনে বল জোগাতে একের পর এক সভা করে চলেছে সিপিএম। গত ২৫ অক্টোবর সম্মতিনগরে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, তুষার দে ও আবুল হাসনাত খান এক প্রকাশ্য সভা করেন।

পুরকর্মীর জলের ট্যাঙ্কি (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্মাণ করেছেন। বিদ্যালয়ের ছাদে এইরূপ জল ট্যাঙ্কি বসানোতে কিছু অভিভাবক আতঙ্কগ্রস্ত। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই ধরনের বেআইনী কাজ দিলীপ একের পর এক করে আসছেন পুর কর্তৃপক্ষের মদত পেয়ে। কিছুদিন আগে জঙ্গিপুর বরজ এলাকার বেশ কিছু নীচু জমি জঞ্জাল ভরাট করে টাকার বিনিময়ে লীজের বন্দোবস্ত করে দেন এই পুরকর্মী।

ভেসে গিয়ে ও চুরি হয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

একতলার ষ্টোরে থাকা সমস্ত ওষুধপত্র, ইঞ্জেকসন ছাড়া ক্ষতি হয়েছে এক্স-রে মেসিন, ওটির বয়েলস মেসিনসহ বহু যন্ত্রপাতির। একটি এক্স-রে মেসিন চালু করে কোন রকমে কাজ চালানো হচ্ছে। ইলেকট্রো মেডিক্যাল কোম্পানী জেলার হাসপাতালগুলিতে অচল মেসিন চালু করার কাজে ব্যস্ত। পরবর্তীতে জঙ্গিপুরেও তারা আসবে। বয়েলস মেসিনের বদলে ইঞ্জেকসন দিয়ে ছোটখাটো অপারেশন চালানো হচ্ছে। জেলা থেকে ওষুধ, ইঞ্জেকসন পৌঁছে গেছে। মহকুমা হাসপাতালের মোট ক্ষতির হিসাব জেলাতে গেছে ২৮ লাখ। তার মধ্যে ওষুধপত্র বাবদ ১০ লাখ, যন্ত্রপাতি ১০ লাখ, অফিসের খাতাপত্র ১ লাখ এবং অচল যন্ত্রপাতি সারাতে ৭ লাখ টাকা লাগবে বলে জানিয়েছেন সুপার ডাঃ মন্ডল। তবে বন্যার মধ্যে খোলা হাসপাতাল থেকে মালপত্র চুরি হলেও বন্যার পর এক্স-রে ফিল্ম শুকাতে গিয়ে সেগুলো কিভাবে চুরি হলো তা বুঝে উঠতে পারেননি সুপার। তাঁর মতে বন্যার কারণে ২১ সেপ্টেম্বর ১২টার পর হাসপাতাল থেকে রোগীদের ছেড়ে দিই। ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে পুনরায় হাসপাতাল চালু করতে পারি। জল ও বিদ্যুতের অভাবে এর আগে হাসপাতাল সচল করা যায়নি। সব ঘটনা সুপার সিএমওএইচ এস বি বুটকে জানিয়েছেন। তবে উন্মুক্ত হাসপাতালে বন্ধ ষ্টোর খুলে কর্মীদের যোগসাজসে চুরি হওয়ার অভিযোগকে সুপার ডাঃ মন্ডল মানতে রাজী নন। চুরি হয়েছে যা তা খোলা ঘর থেকে এবং সে ব্যাপারে গত ১৯ অক্টোবর পুলিশকেও জানানো হয়েছে সব ঘটনা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

দোলগোবিন্দ আলিপাত্র সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিরা ম্যানেজার | নবকুমার ভগত সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।